দৈনিক ইত্তেফাক ... 026

11 MAY 1987 কলাম

২৭শে বৈশাখ, ৯৪

সমবায় শিক্ষার ৯টি প্রতিষ্ঠান দুর্দশার কবলে

॥ নাজীমউদ্দিন মোস্তান ॥

কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের
চত্বরে পরিচালিত দেশের এক-
মাত্র সমবায় কলেজ এবং দেশের
বিভিন্নস্থানে অবস্থিত ৮টি সম-
বায় শিক্ষা ইনষ্টিটিউশনের দুর-
বস্থার অন্ত নাই। কলেজটির
শিক্ষা কার্যক্রমে এখনও কোন
বোর্ড বা ভার্সিটির স্বীকৃতি নাই।
১ বৎসরের কোর্সের স্থলে
উহা এখন সমবায় বিভাগীয়
কর্মচারীদের ২/১ মাসের প্রাথ-
মিক ও রিফেশার্স কোর্সের কেন্দ্রে
পরিণত হইয়াছে। কোর্সের
সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা না
থাকায় শিক্ষা গ্রহণকারীদের
আগ্রহ লোপ পাইতেছে।

নওগাঁ, ফেনী, মুক্তাগাছা,
মৌলভীবাজার, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর
খুলনা ও রংপুরে অবস্থিত সম-
বায় ইনষ্টিটিউটগুলিতে প্রশিক্ষণে
আগত সহকারী ইন্সপেক্টর ও

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সমবায় শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

প্রাথমিক সমবায় নেতাদের থাকার
কোন ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি-
বারে ৪০ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য
তলব করিলে ৪ জনও হাজির
হয় না। সমবায়ের ব্যবস্থাপনা
প্রশিক্ষণ ও সমবায় নেতৃত্বে
প্রশিক্ষণদানের জন্য এসব ইনষ্টিটি-
উশন স্থাপন করা হইয়াছিল।

১৯৬২-৬৩ সনে কুমিল্লা
একাডেমীর ১৫৬ একর জায়গা
হইতে ১০ একর ভূমি ও ভবন
পৃথক করিয়া সমবায় কলেজ শুরু
করার লক্ষ্য ছিল পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায়ের ক্ষেত্রে একাডেমীর
অভিজ্ঞতা ও গবেষণাকে সমবায়
বিভাগের কর্মীদের শিক্ষাদানে
কাজে লাগানো। সরেজমিনে
সমবায় সংগঠন, উৎপাদন ব্যবস্থা-
পনায় সমবায় ব্যবহার ও জন-
মত গঠনে সমবায়ের দিকগুলি
বার্ডের এখতিয়ারে রাখিয়া
উহার শিক্ষণীয় দিকগুলি কলে-
জের মাধ্যমে দেশব্যাপী সম্প্র-
সারণে ব্যবহারের লক্ষ্য অর্জিত
হয় নাই।

সরাসরি সমবায় নিবন্ধকের
তত্ত্বাবধানে এতকাল পরিচালিত
কলেজটিতে স্থানাভাব, হোষ্টে-
লের অভাব তীব্র। ৮ জন
প্রিন্সিপাল ও শিক্ষক এখানে
কাজ করিতেছেন। জুন, ১৯৮৮-র
মধ্যে প্রশাসনিক ও আবাসিক
ভবন নির্মাণ, কর্মচারী ও ছাত্র
সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের পদবী
উন্নয়নের জন্য ১ কোটি ৩১ লাখ
টাকার একটি কর্মসূচী সবে মাত্র
হাতে নেওয়া হইয়াছে। প্রিন্সি-
প্যালকে যুগ্ম নিবন্ধকের মর্যাদা
হইতে পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধকের মর্যাদা
প্রদানের মত চাকুরীগত অগ্র-
গতির দিক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত
রাখা হইয়াছে। কিন্তু একাডেমিক
দিকটি এবারেও উপেক্ষিত
থাকিবে।

ভারতের ১৭টি পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রী
সম্প্রদানক্ষম সমবায় ডিগ্রী কলেজ,
তন্মধ্যে ১৬টি রাজ্য ও ১টি
জাতীয় পর্যায়ের কলেজ ছাড়াও
১৫০টি ইনষ্টিটিউট সমবায়ে
ডিপ্লোমা প্রদান করা হয়।
ইনষ্টিটিউটগুলি সমবায়ে পিএইচডি
প্রাপ্ত একাডেমিশিয়ান দ্বারা পরি-
চালিত। কিন্তু বাংলাদেশে সম-
বায় কলেজটি সমবায়ের অফি-
সারদের অবসর যাপন কেন্দ্রে
পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশে
কুমিল্লা একাডেমীর সমগ্র কাঠামো
ও মেধাকে কাজে লাগাইয়া
পল্লী উন্নয়নের ও সমবায়ের
একটি উচ্চতর শিক্ষা-গবেষণা
প্রতিষ্ঠান বা ভার্সিটি করিয়া
তুলিতে পারিলে দেশের দেড়
লক্ষাধিক সমবায় সংগঠনের
সামাজিক ভিত্তি হইতে শিক্ষার্থী
পাওয়া যাইত প্রচুর।

এখন সমবায় কলেজে ২
মাসের কোর্সে সমবায় নীতি,
সমবায় আইন, হিসাব নিরীক্ষণ,
সমবায় ব্যবস্থাপনা, হিসাব
রক্ষা, পল্লী অর্থনীতি ও ব্যাঙ্কের
এবং সমবায় শিক্ষা ও সম্প্রসার-
ণের মত বিষয়াদি পড়ানো হয়।
বিভাগীয় অফিসার ও বিভিন্ন
উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এখানে লোক
পাঠায়। পক্ষান্তরে ভারতে
সমবায় কলেজ ও ইনষ্টিটিউট
উত্তীর্ণদের সমবায়, কৃষি, সমাজ-
কল্যাণ ও জনসংখ্যা মন্ত্রণালয়ে
নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া
হয়।

কলেজে অধ্যাপনারত ও
ভূতপূর্ব কয়েকজন শিক্ষক জানান
থাকার সমস্যা, আসবাবের
সমস্যা, কাফেটেরিয়ার অভাব,
বাসস্থানের অভাব, রক্ষণা-
বেক্ষণের অভাবের মধ্যে তাঁহা-
দের কাজ করিতে হইয়াছে।